কুষ্টিয়ার কামার পল্লীর ব্যস্ততা বেড়েছে

কোরবানির ঈদের বাকি আর মাত্র কয়েকদিন। আর কোরবানি উপলক্ষে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকার কামাররা দা, ছুরি, চাকু, ডাসা ও বটি তৈরিতে ব্যস্ত। অনেকেই কামার বাড়িতে ছুটছে পুরাতন চাকু-ছুরি-বটিতে সান দিতে।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কামার পাড়া এখন হাতুরির টুং টাং শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এখানে সারা বছর চলে লোহার দা, ছুরি, চাকু, বটি, কোবা, ডাসা, কুড়াল, কোদাল তৈরির কাজ।

কামাররা জানায়, তারা শহরের ভাঙারির দোকান থেকে ৫০ থেকে ১০০ টাকা কেজি দরে লোহা ও মোটর গাড়ির পুরাতন যন্ত্রাংশ কিনে তা দিয়ে দা, ছোরা, বটি, কোদাল ও কুড়াল তৈরি করে। এ সব সরঞ্জাম তারা জেলাসহ জেলার বাইরের বিভিন্ন হাটে পাইকারি বিক্রি করে।

তবে কোরবানি ঈদের সময় তাদের বিক্রি বেড়ে যায়। অন্য সময় প্রতিদিন যে পরিমাণ বেচা-বিক্রি হয়, ঈদের আগে বেচা-বিক্রি তিন গুণ বেডে যায়। এ সময় নতুন দা-বটি তৈরির পাশাপাশি পুরাতন দা-বটি সান দেওয়ার কাজ করেও বাড়তি আয় করে থাকে তারা।

দৌলতপুরে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুই মহিলা সদস্যের অভিযোগ!

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ১০নং দৌলতপুর সদর ইউপি চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি’র বিরুদ্ধে মাসিক সম্মানী ভাতা না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন দুই মহিলা ইউপি সদস্য। ভুক্তভোগী দুই ইউপি সদস্য এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক সহ

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন।

প্রাপ্ত অভিযোগে জানাযায়, ১০নং দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি তার ইউনিয়নের ১,৩,৪ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মেমজান কে নির্বাচনে জয়লাভের পর সাড়ে ৪ বছরে শুধু মাত্র ১১ মাসের সম্মানীভাতা দিয়েছেন।

একই ভাবে ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ছাপাতন নেছা কে গত সাড়ে ৪ বছরে মাত্র ৬ মাসের সম্মানী ভাতা দিয়েছেন বলে তারা অভিযোগে করেছেন। চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি অত্র ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও তাদের সাথে না নিয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে থাকেন।

তাছাড়া সরকারী কোন বরাদ্দ আসলে তাদের কে জানানো হয়না বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি তার বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি এমনকি গাঁয়ে হাত তুলতেও দ্বিধাবোধ করেননা বলে অভিযোগকারী দুই মহিলা সদস্য জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে ঐ দুই মহিলা ইউপি সদস্য জেলা প্রশাসক সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন।

এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি’র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন। তিনি আরো জানান, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে এ অভিযোগ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে নারীর লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহে বাগান থেকে রেক্সছোনা খাতুন (৩৫) নামে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের পুড়াবেতা শান্তি পাড়া গ্রামের নুর ইসলামের মেয়ে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গেল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে রেক্সছোন বাড়ি থেকে বের হয়ে ফিরে আসেনি।

আজ বুধবার দুপুর ১টার দিকে বাড়ির পাশে একটি মেহগনি বাগানে গলাই

ওড়না পেঁচানো অবস্থায় তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসী। পুলিশ খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

ইউপি সদস্য রহমান হোসেন জানান, এরআগে মেয়েটির ৫ জায়গায় বিয়ে হয়ে ছাড়াছাড়িও হয়ে গেছে। মেয়েটির ৫ বছর বয়সি এক ছেলে সন্তান ছিল। সেই ছেলেটিও ৭ বছর আগে মারা যায়। বর্তমানে মেয়েটি রাস্তায় মাটিকাটা শ্রমিকের কাজ করে এবং পিতা-মাতার সাথে বসবাস করে আসছিল।

এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, এটি হত্যা না আত্মহত্যা ময়নাতদন্ত ছাড়া সঠিক করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

নদী গর্ভে শিমুলিয়ায় তিন নম্বর পন্টুন, অপেক্ষায় শতশত যানবাহন

পদ্মার পানির তীব্র স্রোতে ভেসে গেছে শিমুলিয়া ফেরি ঘাটের তিন নম্বর পন্টুন। কয়েকদিন ধরেই পদ্মার তীব্র স্রোত ও পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) দুপুরে লৌহজং উপজেলার শিমুলিয়ার তিন নম্বর ফেরি ঘাটটি পদ্মার তীব্র স্রোত ও ভাঙনের কবলে পড়ে তলিয়ে গেছে। এই ফেরি ঘাট দিয়ে বড় বড় ফেরিগুলো চলাচল করছিল। বর্তমানে শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী নৌরুটে রো রো ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। এখন ছোট ৫টি ফেরি চলাচল করছে।

শিমুলিয়া ঘাটের বিআইডাব্লিউটিসি’র ব্যবস্থাপক সাফায়েত আহমেদ জানান, দুপুরে পদ্মার তীব্র স্রোত ও ভাঙনের কবলে পড়ে শিমুলিয়ার তিন নম্বর ফেরিঘাটটি বিলীন হয়ে গেছে। পন্টুনটি এখন ঘাটের অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদ্মায় ভাসছে। এছাড়া ফেরিঘাটটির সংযোগ সড়ক, বিআইডাব্লিউটিএ’র নির্মিত খাবারের দোকান, মসজিদ এসব তলিয়ে গেছে পানিতে।

বর্তমানে রো রো ফেরি চলাচল বন্ধ আছে। বাকি দুইটি ঘাট সচল আছে

যা দিয়ে ফেরি চলাচল করছে। ঘাট এলাকায় গাড়ি পারের অপেক্ষায় রয়েছে। ঘাটটি মেরামত বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

সূত্র বিডি প্রতিদিন

আওয়ামী লীগের আয় ৩৫ ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটিতে

২০১৯ সালের শেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বমোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ৩৭ লাখ ৪৩ হাজার ৫৯৩ টাকা। এর মধ্যে নগদ আছে ৫ লাখ ১৩ হাজার ৭১৭ টাকা এবং ব্যাংকে জমা আছে ৫০ কোটি ৩২ লাখ ২৯ হাজার ৮৭৬ টাকা। এর মধ্যে ৪০ কোটি টাকার এফডিআর রয়েছে। এই পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয় শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বুধবার দুপুরে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন অফিসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয়-ব্যয়ের হিসাব-২০১৯ বর্ষপঞ্জি এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এ বিষয়ের উপর লিখিত মতামত জমা দান করা হয়। এরপর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ ও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তহবিলে নগদ ছিল ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৯৬৮ টাকা। সে সময় ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল ৩৭ কোটি ৫২ লাখ ৬৪ হাজার ৮৭০ টাকা। ২০১৮ সালে সর্বমোট অর্থ ছিল ৩৭ কোটি ৫৬ লাখ ৩ হাজার ৮৩৮ টাকা। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয় হয়েছে সর্বমোট ২১ কোটি দুই লাখ ৪১ হাজার ৩৩০ টাকা।

এ সময়ে যে সকল খাত থেকে আয় হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নমিনেশন ফরম বিক্রি বাবদ ১২ কোটি ৩২ লাখ ৩০ হাজার টাকা। সম্মেলন বাবদ প্রাপ্ত ৩ কোটি দুই লাখ ৫৫ হাজার ৮০০ টাকা। ব্যাংক লভ্যাংশ বাবদ ২ কোটি ৩৩ লাখ ৭৫ হাজার ২২৩ টাকা। সংসদ সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা বাবদ এক কোটি ৭ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মাসিক চাঁদা, জেলাভিত্তিক প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ চাঁদা ও প্রাথমিক সদস্য ফরম বিক্রি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হলভাড়া, পত্রিকা প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন (উত্তরণ) এবং পুস্তক বিক্রিসহ অন্যান্য খাত থেকে বাকি আয় হয়েছে।

২০১৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ২১ লাখ ১ হাজার ৫৭৫ টাকা। যেসকল খাতে ব্যয় হয়েছে তার মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল: জাতীয় সম্মেলন বাবদ তিন কোটি ৪৩ লাখ ১৪ হাজার ৮০০ টাকা। কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, আপ্যায়ন ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ কোটি ১৩ লাখ ৭৭ হাজার ৭০০ টাকা। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাবদ ব্যয় ১ কোটি ১৮ লাখ ১৮ হাজার ৮৬৫ টাকা। সভাপতির কার্যালয়ে ভাড়া বাবদ ৫৫ লাখ টাকা।

এছাড়া নির্বাচন পরিচালনা অফিস রক্ষণাবেক্ষণ, ত্রাণ কার্যক্রম, উত্তরণ পত্রিকা প্রকাশনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, বিভাগীয় জেলা জনসভা ও দলীয় অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা, বিজ্ঞাপন ও পোস্টার প্রকাশনা, সাংগঠনিক খরচ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সার্ভিস চার্জসহ অন্যান্য খাতে বাকি অর্থ ব্যয় হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

৩৫ বছর ধরে ফেরি করে বই ও পত্রিকা বিক্রি করেন লোকমান হোসেন

থানাপাড়া এলাকার বাসিন্দা পত্রিকা পরিবেশক লোকমান হোসেন। শহরের মজমপুর এর গেটে পত্রিকার পাশাপাশি শিশুদের বই সহ বিভিন্ন ধরনের বই হেঁটে হেঁটে ফেরি করে বিক্রি করেন। দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে তিনি এই বই ও পত্রিকা বিক্রির সাথে সম্পৃক্ত। পত্রিকা ও বই বিক্রি করেই সংসার চালিয়েছেন। দুই মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং বিয়েও দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘আমি মজমপুর গেট এলাকায় প্রতিদিন পত্রিকা বিক্রি করি। বই ও পত্রিকা বিক্রি করে মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকার মতো উপার্জন হতো। আগের তুলনায় এখন ব্যবসা নেই। লোকসমাগম না থাকায় এ মাসে কোন আয়ও নাই। আমরা মানুষের কষ্টের কথা সবাইকে জানাতে ছুটে চলি। কিন্তু আমার কষ্টের কথা শোনার মানুষ নেই।’

কুষ্টিয়ায় স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রিকা আছে ৩৭টি। এছাড়াও ২০টি সাপ্তাহিক পত্রিকা ও তিনটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় কুষ্টিয়া থেকে। সবমিলিয়ে এ জেলা থেকে নিয়মিত ৬০টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় পত্রিকার গুরুত্ব থাকলেও নাগরিকদের হাতে হাতে এসব পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া পরিবেশকদের গুরুত্ব তেমন নেই। দেশের ক্রান্তিকালে এই পত্রিকা পরিবেশকদের খোঁজ কেউ রাখছে না।

করোনাভাইরাস প্রার্দুভাবে কার্যত অচল কুষ্টিয়া জেলা। পত্রিকা বের হচ্ছে না। এই বাস্তবতায় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাদের। বর্তমানে আশিভাগ পত্রিকার পরিবেশক খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছে।

প্রবীণ পত্রিকা পরিবেশক রবিউল ইসলাম রবি জানান, তিনি শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে পত্রিকা বিতরণ করেন। প্রতিদিন তার দুইশ পত্রিকা বিক্রি হতো। বর্তমানে পত্রিকা বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কর্মহীন, বেকার। তাই উপার্জনও নেই। ঘরে অভাব।

কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু বলেন, ‘জেলা প্রশাসকের ত্রাণ তহবিল থেকে পরিবেশকদের কিছু ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। তবে তা যথেষ্ট নয়। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে পত্রিকা পরিবেশকদের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।’

মেহেরপুরের বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু, আহত-১

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগরে বজ্রপাতে একরামুল হক (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় পলাশ নামের আরো একজন আহত হয়েছেন।

তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত একরামুল হক রাজনগর গ্রামের বেলে পাড়ার এনামুল হকের ছেলে এবং পলাশ একই পাড়ার কবির হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, ঘটনার সময় বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতের ঘটনায় একরামুল ও পলাশ আহত হন। খবর মেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি দল তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় একরামুলের মৃত্যু হয়। পলাশকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আরএমও মোখলেসুর রহমান জানান, বজ্রপাতে আহত হয়ে দু জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। একরামুল হক নামের একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। অপরজনকে চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। তিনি সুস্থ আছেন।

গাংনীতে পৃথক অভিযানে চার মাদক সেবি আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক অভিযানে ২শ’গ্রাম গাঁজাসহ চারজনকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে পৃথম অভিযানে তাদেরকে গাঁজাসহ আটক করা হয়। উপজেলার সহগলপুর পাকা রাস্তায় মাদক দ্রব্য বিক্রী হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই আসাদুজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে আবুল বাসার নামের একজনকে আটক করে। পরে তার কাছ থেকে ১শ’গ্রাম উদ্ধার করা হয়। আটককৃত আবুল বাসার মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।

অপরদিকে উপজেলার ঝোড়াঘাট ও কল্যাণপুর গ্রামের মাঝামাঝি ইটভাটার পাশে অভিযান চালিয়ে ১শ’গ্রাম গাঁজাসহ তিনজনকে আটক করা হয়। গাংনী থানা পুলিশের এস আই বরকত আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদেরকে আটক করে। আটককৃতরা হলো- হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আজমত আলীর ছেলে খোকন (২৫), পীরতলা গ্রামের আঃ আজিজের ছেলে আমিরুল ইসলাম (২৩) ও

ঝোড়াঘাট গ্রামের ইনতাজুল ইসলামের ছেলে আবু সাঈদ (২০)।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, মঙ্গলবার রাতে পৃথক অভিযানে ৪জনকে আটক করা হয়। আটককৃতদের নিকট থেকে ২শ’গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোরবানি উপলক্ষে ব্যাস্ততা বেড়েছে মেহেরপুরের কামারশালায়

কোরবানি কে সামনে রেখে দা, বটি, চাপাতি, ছুরি তৈরীর কাজে ব্যাস্ত সময় কাটাচ্ছেন মেহেরপুরের কামাররা। তবে করোনার কারণে কাজের পাশাপাশি এসব সরঞ্জাম বিক্রি কম হচ্ছে। আগামী দু’দিনের মধ্যে বেচাকেনা বাড়বে এমন আশা করছে তারা।

রাত-দিন চলছে কামারশালার শব্দ। কোরবানীর সময় যতোই ঘনিয়ে আসছে, ততোই বাড়ছে কামারদের ব্যস্ততা।

পশু কোরবানীর দা-ছুরি ও চাপাতি-সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনতে মানুষ ভীড় করছেন কামারশালায়। আবার কেউবা পুরোনো সরঞ্জাম মেরামত অথবা শান দিয়ে নিচ্ছেন। গত বারের তুলনায় চাহিদা অনেক কম।

মেহেরপুর শহরের টি.এন.টি এলাকার কামার আনোয়ার হোসেন জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর দা, বটি, চাপাতি, ছুরি তৈরীর কাজের চাহিদা অনেক কম। প্রতিবছর যারা ২-৩ টা কোরবানী দেই, এবছর তারা মাত্র ১ টা কোরবানী দিচ্ছে। আবার কেউ কেউ দিচ্ছে না। এজন্য আমাদের বেচাকেনা কম। করোনার কারণে মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। বাড়ির পুরোনা অস্ত্র দিয়ে এবার ঈদ চালিয়ে দিচ্ছে অনেকে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা।

একই এলাকার কারিগর আলম বলেন, গতবারের তুলনায় এবছর কুরবানীতে সরঞ্জাম তৈরির তেমন কোনো চাহিদা নাই। কোরবানির তেমন কোনো তোড়জোড় মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি। মেয়েরা অনেকেই বটি তৈরীর

জন্য আসে কিন্তু করোনার কারণে বাসা থেকে বের হতে পারছে না।

কায়েম জানান, মোটামুটি কাজ চলছে কিন্তু গতবার তুলনায় কম। তবে পুরাতন জিনিসপত্র মেরামতের কাজ বেশি।

প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব, আর্থিক সংকট-সহ নানা কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প। পাশাপাশি কয়লা আর কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় লাভের পরিমান কমেছে বলেও জানান অনেকেই।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের মাঝে পুনাক এর ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরে পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনক) ও জেলা পুলিশের এর পক্ষ থেকে মেহেরপুর জেলায় বসবাসরত তৃতীয় লিঙ্গ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর পুলিশ লাইন মিলনায়তনে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি ও পুনাক সভাপতি তাহেরা রহমান জেলার ৫০ জন তৃতীয় লিঙ্গ মানুষের হাতে ঈদ উপহার তুলে দেন।

ঈদ উপহার বিতরণকালে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, পবিত্র ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা পুলিশ ও পুনাক এর উদ্যোগে তৃতীয় লিঙ্গ ব্যক্তিদের মাঝে ঈদ উপহার করা হচ্ছে। যাতে এই সমস্ত মানুষ গুলো পরিবারের প্রিয়জনদের সাথে আনন্দে ঈদ উদযাপন করতে পারে। আমাদের এই সামান্য উপহার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হাসিবুল আলম, পুনাক সদস্য ইরিন ইসরাত, ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল হোসেন, আর আই পুলিশ লাইন প্রমুখ।

□□□□□ / □□□□□□